গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
হাসপাতাল-২ শাখা।

নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৩.২০১২-৭৮৪

তারিখঃ ০৮-১২-২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ 'রোগী সুরক্ষা আইন-২০১৪' এবং 'স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন-২০১৪' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে 'রোগী সুরক্ষা আইন-২০১৪' এবং 'স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন-২০১৪' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনদু'টি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। আইনদু'টি Website-এ প্রকাশ করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর Stakeholder-দের মতামত গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে প্রাপ্ত মতামত এ শাখায় প্রেরণের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

৮/১২/২০১৪
(আল মামুন মুর্শেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

সিস্টেম এনালিষ্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্ম সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

রোগী সুরক্ষা আইন, ২০১৪

যেহেতু রোগী বা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারীদের হয়রানী লাঘব করে সুচিকিৎসার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রোগী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**–

(১) এই আইন রোগী সুরক্ষা আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি"** বলিতে বুঝাইবে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নিবন্ধিত চিকিৎসক, যাহারা স্বাস্থ্য সেবাদান কাজে নিয়োজিত (যাহাদের সাময়িক নিবন্ধন রহিয়াছে তাহারাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন) এবং নিবন্ধিত সেবক-সেবিকা, মিডওয়াইফ, চিকিৎসা সহকারী অথবা স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্য কোন ব্যক্তি;

(২) **"স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান যাহা জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় কার্যকর ভুমিকা গ্রহণ করে; যাহা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, চিকিৎসকের চেম্বার, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র এবং চিকিৎসা সম্পর্কীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহা অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান এবং সেবা প্রদানের জন্য গ্রহণ করে;

(৩) **"স্বাস্থ্য সেবা"** বলিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত সেবাসমূহকে বুঝাইবে;

(৪) **"পেশাগত ইথিকস"** বলিতে সংশ্লিষ্ট পেশার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ দ্বারা অবশ্য পালনীয় বিষয়াদি বুঝাইবে;

(৫) **"স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী"** বলিতে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বার ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(৬) **"নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান"** বলিতে সরকারী আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৭) **"তথ্য"** বলিতে রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বা ব্যক্তিগত বিষয়াদি বুঝাইবে;

(৮) **"আদালত"** বলিতে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের বিধানমতে যে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিচার কার্য সম্পন্ন হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৯) **"পেশাগত অবহেলা"** বলিতে বুঝাইবে এই আইন দ্বারা সেবা দানকারী ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা যাহা তাহার পক্ষে মানবিকভাবে বাস্তব অবস্থায় পালন করা সম্ভব;

18/09/2014

(১০) **"চিকিৎসা অবহেলা"** বলিতে বুঝাইবে কোনও প্রকার কারণ ব্যতিরেকে রোগীর প্রাপ্য চিকিৎসা প্রদান হইতে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি নিজেকে বিরত রাখা যাহার দ্বারা রোগীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা থাকে;

(১১) **"অপরাধসম অবহেলা"** বলিতে বুঝাইবে রোগীর প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা যাহার দ্বারা রোগীর স্থায়ী ক্ষতি সাধন বা মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে;

(১২) **"ক্ষতি"** বলিতে রোগীর শারীরিক, মানসিক বা কর্মক্ষমতার অনিষ্ট বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রধান্য।–**
আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **এখতিয়ার।–**
এই আইনের দ্বারা বা উহার অধীনে অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

৫। **স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য।–**
(ক) **শপথ:-** চিকিৎসক হিপোক্রিটাস শপথ, জেনেভা ঘোষণা (ওয়ার্ল্ড মেডিকেল এসোসিয়েশন ২০০৬ অথবা সর্বশেষ সংস্করণ), হেলসিনকি ঘোষণা (ওয়ার্ল্ড মেডিকেল এসোসিয়েশন ২০১৩ অথবা সর্বশেষ সংস্করণ), সেবক ও সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল শপথ (সর্বশেষ সংস্করণ) অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা দানকারীগণ রোগী, জনগণ এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবেন;

খ) **রোগীর প্রতি দায়িত্ব:-** মানসম্মত সেবা প্রদান, রোগী ও রোগীর অনুসংগীদের (Attendant) নিকট চিকিৎসা বিষয়ে তথ্য প্রদান, চিকিৎসা প্রদানের অনুমতি গ্রহণ এবং জরুরী সেবা প্রদান;

গ) **মানসম্মত সেবা:-** প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা প্রদানে সাধারণ মানসম্মত যত্ন (Care) ও ব্যবস্থা গ্রহণ, যা মানসম্মতভাবে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন; যথা-

(১) দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্তৃক কার্যকর যন্ত্রপাতি, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে Intervention ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(২) জটিল রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট বিলম্ব না ঘটাইয়া প্রেরণ করা;

(৩) সকল রোগীর রোগের যথাযথ ও পূর্ণাংগ ইতিহাস, পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল, অনুমিত রোগ, প্রদত্ত চিকিৎসা এবং শৈল্য চিকিৎসা যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা;

(৪) সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিংহোম ও রোগ নিণয়কেন্দ্র সমূহের পরিচালনা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৫) কোন প্রকার দুর্ঘটনা অনুমিত হইবার সংগে সংগে তাহার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) সকল ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা পালন করা;

18/09/2014

(৭) মানবিক কারণে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারীকে প্রাথমিক ও জরুরী চিকিৎসা সেবা দিতে বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) **রোগী ও রোগীর অনুসংগীকে (Attendant) তথ্য প্রদান:-**

(১) রোগী ও রোগীর অনুসংগীকে প্রয়োজনীয় ও বিকল্প চিকিৎসা বিষয়ে জ্ঞাত করা এবং চিকিৎসাকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, চিকিৎসা পদ্ধতি (Procedure) এবং অস্ত্রোপচারের জটিলতা (Complication) সম্বন্ধে জ্ঞাত করা;

(২) রোগীর চিকিৎসার ব্যয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী (Expeanditure Break up) এবং চিকিৎসার জন্য সময়ের বিষয়ে রোগী ও রোগীর অনুসংগীকে জ্ঞাত করা ।

(ঙ) **সর্বসাধারণের প্রতি দায়িত্ব:-**

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী কর্তৃক সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য শিক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলায় চিকিৎসা সেবা প্রদানও বাধ্যতামূলক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করণে ভুমিকা রাখা;

(চ) **আইন শৃংখলা বিষয়ক:-**

(১) হত্যা, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, লাঞ্ছিত বা প্রহৃত হওয়ার জন্য ক্ষতি, বিষ প্রয়োগ, অন্যের দ্বারা যে কোনও ধরনের আঘাত জনিত ক্ষতি, অগ্নিদগ্ধ হওয়া, বেআইনী গর্ভপাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুলিশকে অবহিত করণ;

(২) মৃত্যুকালীন ঘোষনা (dying declaration) এর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। **পেশাগত ইথিকস।**—

(১) যে চিকিৎসক যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার জন্য নিবন্ধন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হন নাই, তিনি সেই চিকিৎসা প্রদান থেকে নিজেকে বিরত রাখিবেন;

(২) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC) দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন কোনও ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা পদবী ব্যবহার করা যাইবে না;

(৩) কোন রোগীকেই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জাতীয়তা বা লিংগ ভেদে সেবা প্রদান হইতে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি নিজেকে বিরত রাখিতে পারিবেন না;

(৪) রোগী বা রোগীর সংগী দ্বারা দেয়া তথ্য কোনও ভাবেই কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সন্তানাদিসহ আত্মীয় বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট রোগীর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাইবে না। তবে আদালতের আদেশে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আদালতের নিকট পেশ করা যাইবে এবং যে সকল রোগ বিধি অনুযায়ী সরকারী সংস্থায় অবহিত করা প্রয়োজন তাহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে বা HIV-AIDS এর ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীকে অবহিত করা যাইবে;

(৫) স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে কোন প্রকার মিথ্যা প্রত্যয়নপত্র বা বিল প্রদান করা বা রোগীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ফি বা পারিতোষিক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মূল্য কোন ভাবে কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানের সংগে অংশীদারিত্ব গ্রহণ বা প্রদান করা যাইবে না;

(৬) রোগীর চিকিৎসার সংগে সংযুক্ত না থাকিলে সেই রোগীর মৃত্যুর সনদপত্র প্রদান করা যাইবে না;

18/09/2014

(৭) কোনও বিশেষায়িত বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষিত বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হইয়া সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদানে নিজেকে জড়িত করা যাইবে না।

৭। **নিবন্ধন বাতিল।**—

(ক) স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী বা রোগীর প্রতি কোনও প্রকার অবহেলা প্রমাণিত হইলে বা রোগীর ক্ষতি সাধিত হইলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির নিবন্ধন, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিধি দ্বারা অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের ধারা ৬ এ উল্লেখিত দায়িত্ব পালনে কোন চিকিৎসা সেবা দানকারী ব্যক্তি ব্যর্থ হইলে বা ব্যত্যয় ঘটাইলে তাহার উপর এই আইনের ধারা ৭ (ক) আরোপ করা যাইবে;

৮। **দন্ড।**—

(ক) স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির পেশাগত ও চিকিৎসা অবহেলা দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা বা চিকিৎসা গ্রহণকারী ব্যক্তির জীবন যদি ঝুকিঁপূর্ণ হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সাপেক্ষে অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ড বা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি আরোপ করা যাইবে;

(খ) স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে অপরাধসম অবহেলা দ্বারা রোগীর মৃত্যু হইলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ড বিধির ধারা ৩০৪-ক প্রয়োগ করা যাইবে।

৯। **অপরাধের ধরণ ।**—

এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমল অযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

১০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন, ২০১৪

যেহেতু চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।–**

(১) এই আইন স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
(৩) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ জনগনের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান যাহা জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় কার্যকর ভুমিকা গ্রহণ করে; যাহা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারী হাসপাতাল, ক্লিনিক, চিকিৎসকের চেম্বার, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র এবং চিকিৎসা সম্পর্কীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহা অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান এবং সেবা প্রদানের জন্য গ্রহণ করে;

(২) **"স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি"** বলিতে বুঝাইবে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নিবন্ধিত চিকিৎসক, যাহারা স্বাস্থ্য সেবাদান কাজে নিয়োজিত (যাহাদের সাময়িক নিবন্ধন রহিয়াছে তাহারাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন) এবং নিবন্ধিত সেবক-সেবিকা, মিডওয়াইফ, চিকিৎসা সহকারী অথবা স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্য কোন ব্যক্তি;

(৩) **"অপরাধী"** বলিতে এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি নিজে অথবা কোন সংগঠনের সদস্য বা কর্মী বা গোষ্ঠীর বা সংঘের কোন সদস্য হইয়া সহিংস কর্মকান্ড বা বিশৃঙ্খলা সংঘঠিত করে অথবা যে কোন অপরাধ করার চেষ্টা করে অথবা প্ররোচনা দেয়;

(৪) **"সম্পত্তি"** বলিতে কোন সেবা দানকারী ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বমূলে মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা চিকিৎসা যন্ত্র বা চিকিৎসা যন্ত্রাংশ;

(৫) **"আদালত"** বলিতে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের বিধানমতে যে সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিচারকার্য সম্পন্ন হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৬) **"অবহেলা"** বলিতে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা গ্রহণকারীর প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে যথাযথ দক্ষতার সহিত সেবা প্রদানে ব্যর্থতা, যাহার দ্বারা সেবা গ্রহণকারীর শারীরিক, মানসিক ক্ষতি, জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া বা মৃত্যুর কারণ হওয়া;

১৪/৯/২০১৪

৩। **আইনের প্রধান্য।–**

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **এখতিয়ার।–**

এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীনে অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

৫। **অপরাধ।–**

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির প্রতি কোন সহিংস কাজ বা স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, বিনষ্ট, ধ্বংস বা উক্তরূপ সম্পত্তি অপরাধী কর্তৃক নিজ দখলে নেয়া অপরাধ বলে গন্য হইবে।

৬। **অপরাধের ধরণ।–**

ধারা-৫ এর অধীন সংঘঠিত অপরাধ আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য হইবে।

৭। **দন্ড।–**

ধারা-৫ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইলে অপরাধ করার কারণে অপরাধী অনুর্ধ্ব তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৮। **ক্ষতিপূরণ আদায়।–**

(১) ধারা-৫ এর অতিরিক্ত কোন অপরাধ সংঘঠিত করিলে বা সম্পত্তির ক্ষতি করিলে বিচারিক আদালতের আদেশ সাপেক্ষে অপরাধী উহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির বরাবর (যাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) প্রদান করিতে হইবে;

(২) অপরাধী নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ না দিলে ''সরকারী দাবী আদায়'' আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে।

৯। **স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার।–**

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবহেলার অভিযোগ কোন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উত্থাপন করিলে ধারা-১০ অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত না হইলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ~~বাংলাদেশ দন্ড বিধি অনুসারী~~ গ্রেফতার করা যাইবে না। এর ব্যত্যয় ঘটাইলে শৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে।

১০। **বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ।–**

স্বাস্থ্য সেবা দানকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে আদালত অবহেলার বিষয়ে অভিযোগ গঠনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (সহযোগী অধ্যাপক/সিনিয়র কনসালটেন্ট এর নীচে নহে) সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট অবহেলার বিষয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করিবেন।

১১। **বিধি প্রণয়ের ক্ষমতা।–**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪/০৭/২০১৪